দৈনিক ইত্তেফাক

দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ : 04 SEP 2015
পৃষ্ঠা : ২০ কলাম : ৬

আইনের তোয়াক্কা করে না বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

মন্ত্রণালয়ের শৈথিল্যে তদন্তে অনীহা ইউজিসির

■ নিজামুল হক

আইন না মানাই নিয়মে পরিণত হয়েছে বেশিরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে। আইনী অমান্য করলেও অনেক ক্ষেত্রেই যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয় না এসব প্রতিষ্ঠানের পরিচালক তথা মালিকদের বিরুদ্ধে। বিভিন্ন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) এসব প্রতিষ্ঠানের নানা অনিয়ম তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করলেও সেই ব্যবস্থা আর নেয়া হয় না। এ কারণে ইউজিসিও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম তদন্তে তেমন আগ্রহ পায় না। এ রকম পরিস্থিতিতে অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সম্প্রতি একটি প্রতিবেদনেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন না মানার একাধিক উদাহরণ তুলে ধরেছে ইউজিসি।

আইন মেনে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হলে মোট আসনের ৬ শতাংশে দরিদ্র মেধাবীরা বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ পেত। নিয়ম অনুযায়ী ল্যাবরেটরি না থাকায় অনেক বিষয়ের শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক ক্লাস থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানে নেই সুনির্দিষ্ট বেতন কাঠামো। যে কারণে অনেক ক্ষেত্রেই মিলছে না যোগ্য শিক্ষক। মানসম্মত শিক্ষা পাচ্ছে না শিক্ষার্থীরা। নিয়ম না মেনে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি ভাগবাটোয়ারা করে নিচ্ছে। অথচ এই টাকা শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ে ব্যয় হওয়ার কথা। শাখা ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম চলার পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

আইনের তোয়াক্কা করে না

২০ পৃষ্ঠার পর

কারণে প্রকৃত সনদ পাওয়া নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তৈরি হয়েছে শঙ্কা। আর ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের দ্বন্দ্বের কারণে পুরো শিক্ষা কার্যক্রম নিয়েই আতঙ্কে থাকে শিক্ষার্থীরা। স্থায়ী ক্যাম্পাসে না গিয়ে ভাড়াবাড়িতে ক্যাম্পাস পরিচালনা করায় পর্যাপ্ত ক্লাসরুম, ল্যাবরেটরি, কমনরুম, অডিটোরিয়াম থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। অথচ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ অনুযায়ী শিক্ষার এসব সুবিধা পাওয়ার অধিকার রয়েছে শিক্ষার্থীদের।

ইউজিসির একাধিক কর্মকর্তা বলেছেন, তাদের কাজ হলো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মান তদারক করা। এ কারণে নানা অনিয়মের তদন্তও করতে হয়। কিন্তু তদন্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হলে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয় না। বছরের পর বছর ফাইল চাপা পড়ে থাকে। তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, তা হলে তদন্ত করে লাভ কী? এ কারণে তদন্ত নিয়ে এক প্রকার অনীহা তৈরি হয়েছে তাদের মধ্যে।

সম্প্রতি ইউজিসির বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা থেকে বদলি হওয়া এক কর্মকর্তা চট্টগ্রামের একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়টি একের পর এক অনিয়ম করে যাচ্ছে, আমরা তদন্ত করছি। কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না।'

রাজধানীর বনানীতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে এমন একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে রয়েছে আইন না মানার একাধিক অভিযোগ। শাখা ক্যাম্পাস পরিচালনা, ভর্তির ক্ষেত্রে আইন না মানা, ট্রাস্টি বোর্ডের টাকা ভাগবাটোয়ারাসহ নানা অনিয়ম। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাছে এ বিষয়ে প্রমাণসহ লিখিত অভিযোগও রয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে তদন্তে অনীহা দেখাচ্ছে ইউজিসি। এ বিষয়ে একাধিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়টির ট্রাস্টি বোর্ডে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, একজন সংসদ সদস্য, ছাত্রলীগের প্রভাবশালী একাধিক নেতা রয়েছেন। ফলে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে তদন্ত করে লাভ নেই। তদন্তের ফাইল যথারীতি চাপা পড়ে যাবে।

বেশিরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডে যুক্ত রয়েছেন প্রভাবশালী নেতারা। একাধিক সংসদ সদস্য, মন্ত্রী ও ছাত্রনেতারা নেপথ্যের শক্তি হিসেবে কাজ করছেন। ফলে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে সরেজমিনে তদন্ত করাও ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করেন ইউজিসির অনেক কর্মকর্তা। এছাড়া কোনোভাবে কৌশলে তদন্ত শেষ করে মন্ত্রণালয়ে তদন্ত প্রতিবেদন ও সুপারিশ পাঠানো হলেও ১০ শতাংশ সুপারিশও বাস্তবায়ন হয় না।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন নিয়ে বৈধ ক্যাম্পাসের পাশাপাশি একাধিক অবৈধ আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে ৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধি, ব্যবসায়ী, ছাত্র ও যুবনেতা এবং কয়েকজন শিক্ষাবিদ।

তথ্য অনুযায়ী, দেশে এখন ৮৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় এখনও শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করতে পারেনি। বাকি ৭৮টির মধ্যে ৯টি বিশ্ববিদ্যালয় সরকারি অনুমোদন ছাড়াই একাধিক আউটার ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, যা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের সরাসরি লঙ্ঘন।

ইউজিসি বলছে, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, নর্দান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, দি পিপলস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (চট্টগ্রাম), ইবাইস ইউনিভার্সিটি ও আন্তর্জাতিক ইসলামিক ইউনিভার্সিটি (চট্টগ্রাম) এখনো অবৈধ ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে।

খোদ ইউজিসি বলছে, এখনো অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ভাড়া করা বাড়িতে শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে। এছাড়া অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট পরিচালনার নিয়ম মানছে না। সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্যদের সিন্ডিকেট সভায় আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে না।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৯২-এর অধীনে ৫২টি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ২০১০-এর অধীনে ৩১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সাময়িক অনুমোদন পেয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ২টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী সনদ লাভ করেছে। সব বিশ্ববিদ্যালয় কমবেশি জমি কিনলেও সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এখনো জমি কেনেনি। সূত্র মতে, দারুল ইহসানসহ ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও ট্রাস্টি বোর্ড নিয়ে দ্বন্দ্ব আছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেন, 'আমি গত মে মাসে যোগদান করেছি। সে হিসাবে বেশি দিন হয়নি।' তিনি বলেন, 'আমরা তদন্ত করে সে অনুযায়ী সুপারিশ মন্ত্রণালয়ে পাঠাই। মন্ত্রণালয়ের হয়তো জনবল সংকটের কারণে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে দেরি হয়।' বিশ্ববিদ্যালয়ে মালিকরা প্রভাবশালী হলে তদন্ত বাধাগ্রস্ত হয় কি না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমার সময়ে কোনো সমস্যা হয়নি।'

শিক্ষা সচিব নজরুল ইসলাম খান বলেন, কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অনিয়ম তদন্ত করে ইউজিসি প্রতিবেদন দিলে তা অবশ্যই মন্ত্রণালয় বিবেচনায় আনবে।